MAR. 22 2002

ভোরের কাগজ

ভোলায় গণধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী

পুলিশ ও ডাক্তার ম্যানেজ হয়েছে বলে ধর্ষকদের আস্ফালন

বরিশাল প্রতিনিধি : ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার হাজারি ইউনিয়নের জাহানিপুরে ১১ বছরের এক স্কুলছাত্রী গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। ধর্ষিতাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তির পর সন্ত্রাসী ধর্ষকরা ভয়ভীতি দেখিয়ে পিতৃহীন ধর্ষিতার গৃহপরিচারিকা মায়ের সাদা কাগজে টিপসই নিয়ে গেছে। পুলিশ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে মামলার প্রস্তুতির কথা জানিয়েছে।

স্থানীয় ও ভুক্তভোগীদের সূত্রে জানা গেছে, গত ১২ মার্চ রাতে এ নারকীয় ঘটনা ঘটেছে। ধর্ষিতা নাবালিকাটি এশার নামাজেরত মায়ের পাশে বসে স্কুলের পড়া তৈরি করছিল। এ সময়ে প্রকৃতির ডাকে সারা দিতে ঘর থেকে বের হলে আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা প্রতিবেশী শামছুদ্দিন ও তার দোসর বজলু, পিটার, কাদের, কামাল ও কাঞ্চন নাবালিকা স্কুলছাত্রীটিকে মুখ চেপে ধরে নিয়ে যায় বাগানে এবং ধর্ষণ করে।

মেয়ে ঘরে ফিরতে দেরি দেখে মা তাকে খুঁজতে বের হয়। এক পর্যায়ে সে শামছুদ্দিনের ঘরের আঙিনায় অজ্ঞান, বিবস্ত্র ও রক্তাক্ত অবস্থায় মেয়েকে পড়ে থাকতে দেখে। গ্রাম্য ডাক্তার দিয়ে রাতভর চিকিৎসার পরেও রক্তক্ষরণ বন্ধ না হওয়ায় ১৩ মার্চ তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চরফ্যাশন হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গণধর্ষণে ধর্ষিতার শরীরের স্পর্শকাতর অংশের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। হাসপাতালের বেডে শায়িত ধর্ষিতা ও তার মা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ধর্ষক শামছুদ্দিন গংরা হাসপাতালে এসে ভয়ভীতি দেখিয়ে জোরপূর্বক সাদা কাগজে তাদের টিপসই নিয়ে গেছে। ধর্ষকরা দাবি করেছে, ডাক্তার ও পুলিশ ম্যানেজ হয়েছে। তাই পত্রিকায় লিখে বা মামলা করে কোনো লাভ হবে না।

চরফ্যাশন থানার ওসি আবদুর রাজ্জাক সাংবাদিকদের বলেছেন, ধর্ষিতার মায়ের মৌখিক বক্তব্য নিয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে। ২ বছর আগে ধর্ষিতার বাবা মারা যাওয়ার পর তার মা এই সন্তান নিয়ে পুনর্বিবাহ না করে গৃহ পরিচারিকার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে।